অ্যাকিউট হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক নেক্রোসিস ডিজিজ / আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোম (ই.এম.এস.)

রচনা
ডঃ টি. ভুবনেশ্বরী, ডঃ এস. কে. ওট্টা, ডঃ বিদ্যা রাজেন্দ্রন, ডঃ পি. এজিল প্রবিনা,
ডঃ আর. আনন্দ রাজা, ডঃ সুজিত কুমার এবং ডঃ এস. ভি. আলাবাণ্ডি

অনুবাদ
ডঃ সঞ্জয় দাস, ডঃ গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, ডঃ তাপস কুমার ঘোষাল
এবং ডঃ দেবাশীষ দে

যোগাযোগ
নির্দেশক
ভা.কৃ.অনু.প. - কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা
(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)
৭৫, সাস্থুম হাইরোড, আর. এ. পুরম, চেন্নাই - ৬০০০২৮, ভারত
ই.মেল: director@ciba.res.in ফোন: ০৪৪ ২৪৬১ ০৩১১ (সরাসরি)
ই.পি.বি.এক্স. : ০৪৪ ২৪৬১ ৮৮১৭, ২৪৬১ ৬৯৪৮, ফ্যাক্স: ০৪৪ ২৪৬১ ০৩১১

ভা.কৃ.অনু.প. - কেন্দ্রীয় নোনা জলজীব পালন অনুসন্ধান সংস্থা
(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)
৭৫, সাস্থুম হাইরোড, আর. এ. পুরম, চেন্নাই - ৬০০০২৮, ভারত

২০১৬

অ্যাকিউট হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক নেক্রোসিস ডিজিজ / আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোম (ই.এম.এস.)

বর্তমানে ব্যাক্টিরিয়া ঘটিত সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ চিংড়ির রোগ হলো অ্যাকিউট হেপাটোপ্যানক্রিয়েটিক নেক্রোসিস ডিজিজ বা আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোম। এই রোগ হলে চাষের প্রথম ৩৫ দিনে ব্যাপক হারে চিংড়ির মৃত্যু হয়। এই মারাত্মক রোগ *ভিব্রিও প্যারাহিমোলাইটিকাস* নামক জীবানুর নির্দিষ্ট স্ট্রেন দ্বারা হয়। এখনো পর্যন্ত এই রোগ ভারতে দেখা যায়নি।

আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোমের (ই.এম.এস.) লক্ষণ গুলি কি কি ?

- চাষের প্রথম ৩৫ দিনে চিংড়ির অস্বাভাবিক হারে মৃত্যু।
- মৃতপ্রায় চিংড়ি পুকুরের নীচে ডুবে যায়।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে আক্রান্ত চিংড়ির খোলস খুব নরম হয় এবং চিংড়ির খাদ্যনালী আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে খালি দেখা যায়।
- রক্তে রঞ্জক পদার্থের অভাবে হেপাটোপ্যানক্রিয়াস সাদা এবং ফ্যাকাসে হয়ে যায়।
- আক্রান্ত চিংড়ি মাছের হেপাটোপ্যানক্রিয়াস সংকুচিত হয়ে ছোট হয়ে যায় এবং এটিকে হাতের দুটো আঙ্গুলের মাঝে সহজে চাপা যায় না।
- কখনো কখনো আক্রান্ত চিংড়ির হেপাটোপ্যানক্রিয়াসে কালো দাগ অথবা লম্বা রেখা দেখা যায়।

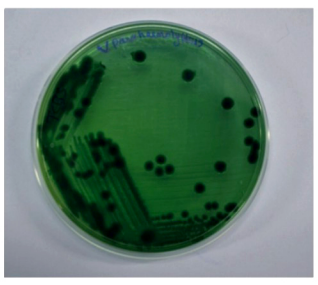

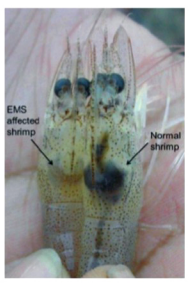

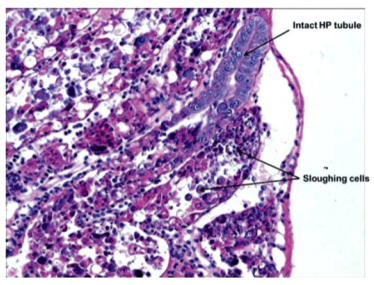

আর্লি মর্টালিটি সিন্ড্রোম প্রতিরোধ করার জন্য কি কি দরকার ?

- চাষ চলাকালীন বিশেষ করে প্রথম ৩৫ দিন পুকুরগুলিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। স্যাম্পলিং করার সময় চিংড়ির মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক লক্ষণ ও গঠন দেখা যাচ্ছে কিনা তা বিস্তারিত ভাবে লক্ষ্য করুন।
- জৈব সুরক্ষা বিধি কঠোর ভাবে পালন করুন। ফার্মে কাঁকড়ার বেড়া এবং পাখির বেড়া লাগান। একটি পুকুরকে রিজার্ভার পুকুর হিসাবে রাখুন।
- মজুতের আগে চিংড়ির মীনগুলিকে পি.সি.আর. দ্বারা ই.এম.এস. এর জন্য পরীক্ষা করান।
- সম্ভব হলে লার্ভাগুলিকে নার্সারিতে কিছুদিন পালন করার পর কিছুটা বড় আকারের হলে মজুত করুন।
- প্রয়োজন মতো খাবার দিন। অতিরিক্ত খাবার দেবেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পুকুরের তলা নষ্টের অন্যতম কারণ।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে চাষ করলে এই রোগ প্রতিহত করা সম্ভব।
- তিলাপিয়া এবং চিংড়ির মিশ্র চাষ করেও এই রোগ কিছুটা প্রতিরোধ করা যায়।
- জল আদান-প্রদান না করে চাষ করলে এই রোগ হওয়ার সম্ভবনা কিছুটা কম হয়।

চিংড়ি চাষীরা কোন নতুন রোগ সনাক্তকরণ করতে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ব্র্যাকিশওয়াটার এ্যাকোয়াকালচারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

যদি পুকুরে ই.এম.এস.-এর মতো লক্ষণ দেখতে পান তাহলে অবশ্যই সি.আই.বি.এ. -এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কেবলমাত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা চিংড়ির নমুনা থেকেই এই রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। মৃত এবং হিমায়িত চিংড়ির নমুনা থেকে এই রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যদিও ভারতে এখনো পর্যন্ত ই.এম.এস.-এর কোনো নিশ্চিত খবর নেই, তথাপি যদি এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়, তার বিস্তারিত অনুসন্ধান করা অবশ্যই প্রয়োজন। যদি গবেষণাগারে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে ই.এম.এস. পাওয়া যায় তাহলে পুকুরের জলকে অবশ্যই ক্লোরিন দ্বারা শোধন করা উচিত এবং তার পরে এই জল অন্তত: সাতদিন ধরে রেখে তবেই প্রকৃতিতে ছাড়া উচিত।